রাজধানীতে ৪ সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা।

আজ রোববার(২৯ ডিসেম্বর) বিকালে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে দর্শনা থানার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দ এ মানববন্ধন কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন। মানববন্ধনে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: ওসমানের সভাপতিত্বে দর্শনা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনায়, বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল, হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান সুমন, চন্চল মেহবুব, নজরুল ইসলাম, আহসান হাবিব মামুন, রাজিব মল্লিক, হাসমত আলী, ইমতিয়াজ রয়েল, ওয়াসিম রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল আলিম, আবিদ হাসান রিফাত, আব্দুল হান্নান, বিল্লাল হোসেন, আসিম সাইফ, জালাল উদ্দিন।

এ সময় বক্তরা বলেন, গত ২৫ শে ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে বাংলা মোটর মোড়ে হঠাৎ করে ২৫/৩০ জন একদল সন্ত্রাসী রড লাঠিসোটা নিয়ে অর্তিকিত হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিবাদে দর্শনার সাংবাদিকরা বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে কঠোর আন্দলোনের হুশিয়ারি দেন।

এসময় দর্শনার সর্বস্তরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেনের পিতা,মাতা,ভাই ও বোনেরা।

তিনি বলেন,কোটচাদপুর উপজেলার ৫৩ নং জালালপুর মৌজার জমিতে আমাদের পৈত্রিক বসত বাড়ি। ওই
জমিতে আমরা দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের ওই বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে বিভিন্ন ধরনের বাহানা ও হুমকি ধামকি সহ মারপিটেরও ঘটনা ঘটিয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,ছবদুল বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমাদের বসতবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের ০৩ ফুট জমি দখল করেছেন। তৈরি করেছেন ওই দখল করা জমিতে গরুর ফার্ম। তিনি এখন ওই গরুর ফার্মের ময়লা আবর্জনা, গরুর মলমূত্র আমার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় ফেলছেন। যাতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছি আমরা। বিনস্ট হচ্ছে আমাদের ফলজ গাছসহ অনেক গাছগাছালি।

বিষয়টি নিয় পূর্বে বেশ কয়েকবার তাকে নিষের করা হয়েছে। তবে তিনি তা কর্ণপাত করেননি। এখন ছবদুল বিশ্বাস নির্দেশে তাঁর সহযোগী অহিদুল ইসলাম ও আহসান হোসেন মিলে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তারা এখন জোরপূর্বক আমার বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরির পায়তারা করছেন।

আয়ুব হোসেন বলেন,ঘটনাটি আমরা জানার পর তাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা

হয়। এ সময় তারা আমার ও আমার পরিবারের কয়েক জনকে মারপিট করেন। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এতে করে ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়। এরপেক্ষিতে তারা গেল ০২/১২/২০২৪ তারিখে রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের বসত বাড়ি, রান্নাঘর, কবুতরঘর ভেঙ্গে দেন। কেটে দেন ফলজ ও বনজ গাছ-পাছালি।

এ সময় আমি কোটচাদপুর মডেল থানা ও তালসার পুলিশ ক্যাম্পে কল করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কেউ কোন সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এরপর তারা আমাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করেন। এতে আমি গুরুতর আহত হয়। পরে প্রাণভয়ে চিৎকার করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তারা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং বলেন যেখানেই পাইবে আমাকে সেখানেই শেষ করে দেবে।

বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে। এ কারন কোন উপায় না দেখে আমি আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। সাথে সাথে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন।

এ ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে মিটিং চলছিল। এ সময় মিটিং থাকা কিছু ছেলেরা এ কাজটি করেছেন। যা করা তাদের ঠিক হয়নি। তবে ওই ঘটনার পুরো দোষারোপ তারা আমাকে করছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ছাড়া তারা ওই ঘটনা নিয়ে থানায় একটা অভিযোগ ও করেছেন। আমি বিষয়টি দেখার জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগটি পাঠিয়েছি।

ঝিনাইদহে ক্যাবের আয়োজনে

প্রতিবাদ, মানববন্ধন ও র্যালী

দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি ও আইনে নিষিদ্ধ খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে ক্যাবের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সদস্য এন এম শাহজালাল, কৃষিবিদ আহম্মেদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবী আলাউদ্দিন আজাদ, চ্যানেলটোয়েন্টিফোর’র প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি শারমিন সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের মুল্যবৃদ্ধিতে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও সিন্ডিকেটকে দায়ী করে দ্রুতই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। সেই সাথে খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রি আইনে নিষিদ্ধ হলেও তা অবাধে বিক্রি হচ্ছে যা দ্রুত বন্ধ করার দাবীও জানান।

এর আগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর স্মারকলিপি প্রদাণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় হত্যার হুমকি

প্রদানের প্রতিবাদে প্রবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার পোলতাডাঙ্গায় জমি দখলের জন্য এক প্রবাসীকে হত্যার হুমকি দেবার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে আবুল কাশেম নামের ওই প্রবাসী এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত ওই সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী আবুল হোসেন উল্লেখ করেন, উপজেলার পোলতাডাঙ্গা গ্রামের মৃত ওসমান গণির ছেলে আজমেদ আলী ও তার পিতা ওসমান গণির সাথে তার জায়গা জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধ রয়েছে। ওই জমি নিয়ে তাদের সাথে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি।

ভুক্তভোগী আবুল হোসেন দীর্ঘদিন সৌদি আরব থেকে (২৫ নভেম্বর) দেশে আসেন। ওই জমির বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রস্তাব দেন। গত ২ ডিসেম্বর রাত ৮ টার দিকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পোলতাডাঙ্গা গ্রামে মীমাংসার জন্য সালিশে বসেন। একপর্যায়ে অভিযুক্ত আমজেদ আলী ও তার পিতা ওসমান আলীকে কাগজপত্র দেখাতে বললে তারা কোন কাগজপত্র না দেখিয়ে তার (আবুল কাশেম) জমি দিবে না বলে হুমকি দিতে থাকে। তার (আবুল কাশেম) জমির মধ্যে তাদের জমি রয়েছে বলে দাবি করলে তিনি (আবুল কাশেম) প্রতিবাদ করেন। সে সময় আমজেদ আলী দেশীয় ধারালো অস্ত্র রামদা দিয়ে তাকে (আবুল কাশেমকে) আঘাত করতে তেড়ে যান। স্থানীয়রা তার (আমজাদ আলীর) নিকট থেকে রামদাটি কেড়ে নেয়। সে সময় আমজাদ আলী অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনে পিস্তল আনতে বলে এবং হত্যার হুমকি দেয়। প্রয়োজনে তাকে (আবুল কাশেমকে) হত্যা করে জমি দখল করে নেবার হুমকি দেন। এছাড়া তার (আবুল কাশেমের) বাড়ি নির্মাণের আগে সে (আমজাদ) চাঁদা দাবি করেছিল, চাঁদা না দিলে বাড়ি নির্মাণ করতে দিবে না বলেও হুমকি দেয়।

এমতাবস্থায়, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার দাবি জানান আবুল কাশেম।

হরিণাকুন্ডুতে কৃষি ব্যাংকের শাখা স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ভালকী বাজারে কৃষি ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তর চেষ্টার প্রতিবাদে এলাকাবাসি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

আজ রোববার দুপুরে কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী বাজারে ব্যাংকের শত শত গ্রাহক ও এলাবাসি এই কর্মসুচি পালন করেন।

মানববন্ধন শেষে ভালকী বাজারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধ ও সাবেক চেয়ারম্যান ইমদাদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল ইসলাম, মহিউদ্দীন মাষ্টার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম কুতুব উদ্দীন মন্ডল, বিসিআইসি সার ডিলার আব্দুল খালেক, স্কুল শিক্ষক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, খালেদুর রহমান, জাফর আলতাফ সোনা, সোহরাব হোসেন মন্ডল, সাবেক ইউপি সদস্য সালাহউদ্দীন, প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান ও লিন্টু মন্ডল।

ব্যক্তিগন বলেন, হরিণাকুন্ডুর ভালকী বাজার বহু পুরানো জনপদ। এখানে চাকরিজীবী ও বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন। এই ব্যাংকে তাদের একাউন্ট রয়েছে। ব্যাংকটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে গ্রাহকরা নিরাপত্তহীনতায় পড়তে পারে। গ্রাহক ও গ্রামবাসি ব্যাংকটি যাতে অন্যত্র সরিয়ে না নেওয়া হয় সে বিষয়ে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

মেহেরপুরে তামাক চাষিদের কার্ড বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) এর রিজিউনাল লিফ ম্যানেজার হাসিবুর রহমান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, সহকারী লিফ ম্যানেজার কামরুজ্জামান তুহিন, এফটি মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে আবারও মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে কাংলীগাংনী গ্রামের কার্ড বঞ্চিত তামাক চাষিরা।

গতকাল রবিবার বিকেলে কালিগাংনী তিন রাস্তা মোড়ে ভুক্তভোগী তামাক চাষিরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

কালিগাংনী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত তামাক চাষি মানিক মিয়ার নেতৃত্বে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গত মৌসুমে মেহেরপুর জেলার প্রকৃত কৃষকদের তামাক না নিয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তামাক ক্রয় করেছেন। দালালদের মাধ্যমে অন্য জেলার বড় বড় তামাক ব্যবসায়ীদেও নিকট থেকে কেজিপ্রতি কমিশন নিয়ে নিম্নমানের তামাক ক্রয় করায় প্রকৃত চাষিরা ন্যয্যমুল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং চাষীরা প্রতিবাদ করেন। মুল্য বঞ্চিত তামাক চাষিরা প্রতিবাদ করার এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)র দেয়া কালিগাংনী নওপাড়ার গ্রামের লিফ রিজনের প্রায় ৪৫ জন তামাক চাষীর তামাক বিক্রির কার্ড বাতিল করেন। প্রকৃত কৃষকের কার্ড বাতিল করার অভিযোগ তোলেন মানববন্ধনকারীরা।

বাতিলকৃত কার্ড পুনরায় ফেরত দেয়ার দাবী তুলে তামাক চাষি জাকির হোসেন বনেল, আমি প্রায় ১৫ বছর ধরে তামাক চাষ করি। প্রথমে আমি কোম্পানীর সব শর্ত পুরুন করায় আমাকে ২ একরের কার্ড দেন বিএটি। পরে আমি আরও আবাদ বৃদ্ধি করলে ৩ একরের কার্ড দেয়। গেল বছর কোম্পানি আমাকে উন্নতমানের তামাত পুড়ানোর ঘর নির্মাণ করতে বল্লে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে ঘর নির্মান করেছি। অথচ আমাকে কিছু না জানিয়ে আমার কার্ড বাতিল করেছে। আমার সব টাকা লোকসান। কার্ড ফেরত না দিলে আদালতে মামলা করবেন বলেও জানান এই তামাক চাষি।

তামাক চাষি রমজান আলী জানান, আমি কোম্পানির সব নিয়ম মেনে আবাদ করেছি। কিন্তু এবার আমার কার্ড বাতিল করেছে। আমি এর প্রতিবাদে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছি।

সেই সাথে ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির ডিভিশনাল কর্মকর্তা আসিফ সাহেবের কাছে বিচার দাবী করেছেন ।
ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির রিজনের প্রবীণ তামাক চাষী মানিক বলেন, তামাক বিক্রয়ের কার্ড প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে বাতিল করার প্রতিবাদে আমাদের এই মানববন্ধন কর্মসৃচি। উপরোক্ত কর্মকর্তার দ্বারা আমরা কৃষকরা লাঞ্ছিত হয়েছি।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত থাকায় আমরা কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।
প্রকৃত কৃষকদের কার্ড কেটে দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে আমাদের কার্ড তালিকাভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালি গাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাক চাষী রমজান আলী,আখের আলী, সাকের আলী, ইমারুল ইসলাম, সোহেল হোসেন, রিপন আলী, জিয়ারুল ইসলাম, পিকলু, আশরাফুল ইসলাম, আলামিন হোসেনসহ অনেকে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির (আর এম) হাসিবুর রহমানের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় উলামা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভারতের পুরোহিত রামগিরি মহারাজ ও মন্ত্রী নিতেশ রানে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সারা দেশের ন্যায় দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের উদ্যোগে শহীদ শাহারিয়া শুভ মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ

মিছিল শুরু হয়ে দর্শনার প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্টান্ড ঘুরে আবার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী জুনাইদ আল আযাদ, মুফতী ওমর ফারুক, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাও. আ. খালেক, মাও হুসাইন আহমাদ, মুফতী ইউনুস আলী, হাফেজ জুবায়ের, মাও হুজাইফা, কারী জুবায়ের, মাও নিযামুদ্দীন মাও সিরাজুল ইসলাম, মাও নূরুল ইসলাম মাও আ. রাজ্জাক প্রমুখ। দুআ পরিচালনা করেনঃ মুফতী আবুল বাশার।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির

দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষকদের উপর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহযোগীদের দ্বারা হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।

বৈষম্য বিরোধী সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের আয়োজনে আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষকরা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে আসতে পারবেন না। অথচ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, NCTB, NAEM, শিক্ষাবোর্ডসহ সকল শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষকরাই কৃতিত্বের সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন কিন্তু তারা চর দখলের মতো এই পদগুলো অনৈতিকভাবে দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদি কায়দায় পিছিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

সরকারি মাধ্যমিকের ২০২১ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৫০% পদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত ইতোমধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের জন্য মাউশি দরখাস্ত আহবান করেছেন এবং পদায়নের কাজ চলামান রয়েছে। অথচ একটি মীমাংসিত বিষয়কে ফ্যাসিবাদি কায়দায় কিছু অসাধু

কর্মকর্তার যোগসাজশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের বঞ্ছিত করে বিধি বহির্ভূত ভাবে জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

তারা আরো বলেন, ১৭/০৯/২০২৪ তারিখে ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার দোষীদের নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিধি বহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সরকারি মাধ্যমিকের শিক্ষকরা কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

এসময় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নাসির উদ্দিন আহমেদ, মোঃ এমরান হোসেন, এ.এস.এম. সাইফুল ইসলাম, মোঃ বাছাদ আলী, মোহা: রফিকুল ইসলাম, মোঃ মামুন আলী মীর, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষক মোঃ সেকেন্দার আলী, মোঃ হাসান ফেরদৌস, মোঃ সোহরাব হোসেন, মোঃ আব্দুল মান্নান, মুহা: সিরাজ উদ্দিন, কে. এম খসরু পারভেজ, মোঃ আলিমুজ্জামান, মোঃ আব্দুল হক, মোঃ লিয়াকত আলী, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ আব্দুল হামিদ, রেবেকা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।